যে সকল দাবীতে বিদ্যুৎ কর্মীদের আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে সেগুলি নীচে উল্লিখিত হলো

কর্মীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবীঃ-

১) ২০ বৎসর চাকুরী অন্তে সকল কর্মীকে পূর্ণ পেনসন প্রাপ্তির আওতাভুক্ত করতে হবে।

২) ১-১-২০০৯ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মীকে বিদ্যুৎ সংস্থা সমূহের নিজস্ব পেনসন প্রকল্পভুক্ত করতে হবে

৩) চতুর্থ শ্রেণীর টেকনিক্যাল কর্মীদের হেলপার পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে চার্জম্যান কিংবা সমতুল্য পদ পর্যন্ত সি.পি.এস প্রথায় প্রমোশন দিতে হবে।

৪) ডীমড প্রমোশনের যাদের প্রকৃত অর্থে প্রমোশন না দিয়ে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন বেতনক্রমে একটি করে ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে।

৫) অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের কর্মীদের উচ্চতর গ্রেড পে প্রদান করতে হবে।

৬) এস.এফ. সহ এই.টি.আই যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীগণ যারা লাইনসম্যান পদে পুনর্নিয়োজিত হয়েছেন তাদের চার্জম্যান পদের গ্রেড পে ৪৪০০ টাকায় উন্নীত করতে হবে।

৭) ৩৯০০ টাকা গ্রেড পে স্তরের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পদের কর্মীদের ৪৪০০ টাকা গ্রেড পে প্রদান করতে হবে।

৮) এস.এফ. সহ এই.টি.আই যোগ্যতাসম্পন্ন সকল পদের কর্মীদের নিয়োগস্তরে অতিরিক্ত দুটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করতে হবে।

৯) ২৫ বছর চাকুরী অন্তে সর্বস্তরের কর্মীকে অফিসার/ইঞ্জিনীয়ারদের অনুরূপ সার্ভিস লিঙ্ক প্রমোশনের আওতায় আনতে হবে।

১০) মৃত কর্মীদের সকল পোষ্যকে পূর্বের ন্যায় দ্রুত চাকুরী প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১) কর্মীদের গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সিকিউরিটি বাবদ অর্থ প্রদান থেকে পূর্বের ন্যায় ছাড় দিতে হবে।

১২) এক্স লাইসেন্সী কর্মীদের পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বতন বিদ্যুৎ সংস্থায় চাকুরীকালকে মান্যতা দিতে হবে।

১৩) নীতিহীনভাবে কর্মীদের বদলী বন্ধ করতে হবে। সুষ্ঠ বদলী ব্যবস্থ চালু করতে হবে।

১৪) সমস্ত স্তরের কর্মঈদের সি.পি.এস প্রথায় প্রমোশনের প্রক্রিয়া সময় ভিত্তিক করতে হবে।

১৫) পাওয়ার প্ল্যান্টের কর্মীদের স্পেশাল অ্যালাউন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা আনতে হবে।

১৬) রোপা,২০০৯ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ঘোষনার সাথে সাথে বিদ্যুৎ কর্মীদেরও মহার্ঘ ভাতা ধিতে হবে।

শিল্প সংক্রান্ত দাবী ঃ

১) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উন্নতমানের কয়লার যোগান দিতে হবে।

২) বিদ্যুৎ বন্টন ও সংবহন কোম্পানী এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমে সরকারী নির্দেশে আর্থিক ক্ষতি ঘটিয়ে ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

৩) নতুন গ্রাহকদের গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) গ্রাহক পরিষেবার স্বার্থে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যায় মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) সকল শূণ্যপদে নতুন কর্মী নিয়োগ বিশেষ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও চতুর্থ শ্রেণীর টেকনিক্যাল পদে দ্রুত কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৬) বিকল ট্রান্সফরমার দ্রুত মেরামতি সহ ব্রেক ডাউন ও ফিউজ কল দ্রুত সারানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) প্রত্যন্ত এলাকায় কল সেন্টারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখতে হবে।

৮) গ্রাম বিদ্যুতায়নের প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

৯) সমস্ত সাপ্লাই এবং কল-সেন্টারগুলিতে গ্রাহকদের জন্য পানীয়জল, টয়লেট ও বসার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) সর্বস্তরের কর্মী-অফিসারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সহায়ক কর্মীদের দাবী ঃ

১) সকল ঠিকা/ক্যাজুয়াল/পার্ট-টাইম কর্মীকে স্থায়ীকরণের পদ্ধতি অবিলম্বে ঘোষণা ও কার্যকর করা সহ স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন দিতে হবে।

২) সকল ঠিকা/ক্যাজুয়াল/পার্ট-টাইম কর্মীদের জন্য ঘোষিত ন্যূনতম বেতন/প্রভিডেন্ট ফান্ড/ই.এস.আই/মেডিক্লেম/ঝুঁকি বীমা কার্যকর না করার দায় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।

৩) দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে অবহেলা চলবে না।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের দাবী ঃ

১) সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও তাদের পরিবারের হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা দিতে হবে।

২) পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে পার্বত্য/শীতকালীন ভাতা প্রদান করতে হবে।

৩) সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে ইলেকট্রিসিটি অ্যালাউন্স প্রদান করতে হবে।

৪) যে সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর পেনশন স্থির করার ক্ষেত্রে ২১৪ টাকা ডি.এ. বাদ দেওয়া হয়েছে তা ধরে নিয়ে তাদের পেনশন রি-ফিক্সেশন করতে হবে।

৫) পেনশন প্রাপকদের ৮০ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হবার পর সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ ২০ শতাংশ পেনশন বৃদ্ধিসহ পরবর্তী প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর উক্ত বৃদ্ধি কার্যকর করতে হবে।

৬) এক্স লাইসেন্সী কর্মীদের পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বতন বিদ্যুৎ সংস্থায় চাকুরীকালকে মান্যতা দিতে হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিকট দাবি সমূহ ঃ

১) খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সহ পেট্রোল, ডিজেল কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা চলবে না।

২) খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে মূল্যবৃদ্ধি রোধসহ গণবন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

৩) স্থায়ী চরিত্রের কাজে অস্থায়ী শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করা চলবে না।

৪) সমকাজে সম বেতন দিতে হবে।

৫) অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬) শ্রম আইন লঙ্ঘন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ করা চলবে না।

৭) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ করা চলবে না।

৮) কর্মচ্যুতি বন্ধ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) গণতন্ত্র রক্ষা করতে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০) বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি রূপায়ন করতে হবে।